



প্রধানমন্ত্রীৰদপ্তৰ

অষ্টাদশ ভারত-রাশিয়া শীৰ্ষ বৈঠকে যোগ দিলেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী : কৌশলগত ক্ষেত্রগুলিতে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতার কথা উল্লেখ করলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ অষ্টাদশ ভারত-রাশিয়া শীৰ্ষ বৈঠকে মিলিত হলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে।

Posted On: 02 JUN 2017 5:07PM by PIB Kolkata

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ অষ্টাদশ ভারত-রাশিয়া শীৰ্ষ বৈঠকে মিলিত হলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে।

শীৰ্ষ বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধিদের কাছে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সেন্ট পিটার্সবার্গ সফরের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের প্রসার ঘটেছে সংস্কৃতি থেকে প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

শ্রী মোদী বলেন, ভারত-রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদীর্ঘ ৭০ বছরের। এই সময়কালে বিভিন্নদ্বিপাক্ষিক তথা আন্তর্জাতিক বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে যথেষ্ট মিল ও মৈতর্য্য এই সম্পর্ককে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

বৃহস্পতিবারের সেন্ট পিটার্সবার্গ যোগাপত্রকে এক অস্থির অঞ্চল পরস্পর সংযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্ব পরিস্থিতিতে এক বিশেষ স্থিতির অঙ্গীকার বলে বর্ণনা করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসপিআইইএফ-এ একটি অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অংশগ্রহণ এবং শুক্রবার সেখানে তাঁর ভাষণ দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বাতাবরণকে আরও নিবিড় করে তুলবে।

প্রসঙ্গত, জালালি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই বিষয়টি ভারত-রাশিয়া সম্পর্কে এক বিশিষ্টতা দান করেছে। পরমাণু শক্তি, হাইড্রো কার্বন এবং জালালি ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা আরও গভীরতা লাভ করেছে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে কুডানকোলাম পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের ৫ ও ৬ নম্বর ইউনিট সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদনের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

দু'দেশের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকার ওপর বিশেষ জোর দেন শ্রীনরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ বিনিয়োগের লক্ষ্যে পৌঁছতে ভারত ও রাশিয়ার খুব একটা বেশি সময় লাগবে না।

সংযোগ তথা যোগাযোগের বিষয়টিও এদিন উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডর স্থাপনের ক্ষেত্রেও দুটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে। স্টার্ট আপ ও শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টায় উদ্ভাবনের সেতু বন্ধন' গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে ভারত ও রাশিয়া। ইউরেশিয়ান ইকনমিক ইউনিয়নের সঙ্গে মূল্য বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনাও অচিরে শুরু হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক কৌশলগতভাবে এক কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন আসন্ন তিন পরিষেবা প্রচেষ্টা 'ইন্ড্র, ২০১৭'-র কথা। প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কামোভ ২২৬ হেলিকপ্টার নির্মাণের জন্য। সীমান্ত সন্ত্রাস দমনে ভারতকে নিঃশর্ত সমর্থন ও সহযোগিতার যে প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া তাকেও স্বাগত জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে দু'দেশের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার বিষয়টিও এদিন স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, রাশিয়ার সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের মধ্যে সচেতনতার প্রসার ঘটেছে যথেষ্ট মাত্রায়। অন্যদিকে, যোগ এবং আয়ুর্বেদ সম্পর্কে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে রাশিয়ার মধ্যে। নিঃসন্দেহে এটি আনন্দ ও সন্তোষের বিষয়।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের প্রসার ও অগ্রগতিতে প্রেসিডেন্ট পুতিনের নেতৃত্বের ভূমিকা প্রশংসা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি প্রয়াত রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার কাডাকিন-কে ভারতের এক অকৃত্রিম বন্ধু বলে বর্ণনা করেন তিনি। দিমির একটি রাস্তা তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে বলেও এদিন উল্লেখ করেন শ্রী মোদী।

এর আগে, দু'দেশের সিইও-দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগের জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানান রাশিয়ার শিল্প সংস্থাগুলিকে। বিশেষত, কৌশলগত ক্ষেত্রগুলিতে যে বিনিয়োগের প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে সে কথাও তিনি বিবৃত করেন এদিনের বৈঠকে।

বৃহস্পতিবার ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় পরমাণু শক্তি, রেল, রপ্তা ও অলঙ্কার, প্রথাগত জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্কিত পাঁচটি সহযোগিতা চুক্তি।

বৃহস্পতিবার সকালে পিসকারোভসকোয়ে সমাধি ক্ষেত্রে গিয়ে লেনিনগ্রাদের যুদ্ধে যে সমস্ত বীর ও সাহসী যোদ্ধা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

(Release ID: 1491651) Visitor Counter : 2

Background release reference

শীৰ্ষ বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধিদের কাছে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর সেন্ট পিটার্সবার্গ সফরের স্মৃতিচারণ করেন।

